দৈনিক ইনকিলাব

330

তারিখ NOV 19 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

শিক্ষকদের রাজনীতি ও দায়িত্ব পালনে অবহেলা ফল প্রকাশে অহেতুক বিলম্ব

সেশন জটের গ্যাড়াকলে পড়ে চবি'র হাজার হাজার পরীক্ষার্থী চাকরির বয়স হারাচ্ছে

আব্দুল মালেক ঃ পর্বত প্রমাণ সেশন জট নিরসনের লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট নিরসন হচ্ছে না। শিক্ষকদের যথাযথ দায়িত্ব পালনে অবহেলা, শিক্ষকতার চেয়ে রাজনীতিতে প্রাধান্য দেয়াসহ পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশে অহেতুক বিলম্ব করা বর্তমানে সেশন জটের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেশন জটের গ্যাড়াকলে আটকা পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী চাকরির বয়সসীমা হারাতে বসেছে। শিক্ষকতার নামে মানবাধিকার লংঘনের মত ঘটনা ঘটছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। নির্দিষ্ট সময়ে ফল প্রকাশ না হাওয়ায় বহু ফলপ্রার্থী সর্বশেষ বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা চরম উৎকণ্ঠায় রয়েছে।

১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আশির দশকেও সেশন জটে ছিল না। বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোয় মাঝে মধ্যে গোলযোগ দেখা দিলেও সেগুলো সেশন জটের মত বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি। নব্বই দশকে সেখানে বাম দলীয় শিক্ষক ও ছাত্র জোটের কথিত শিবির উৎখাত অভিযানকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়টি রাজনৈতিক আগ্রাসনের শিকার হয়। শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষকতার চেয়ে রাজনীতিকেই বেশী প্রাধান্য দেন। এর প্রভাব পড়ে সামগ্রিক শিক্ষার উপর। ফায়দা লুটের শিক্ষক রাজনীতির অশুভ প্রভাবে সন্ত্রাসজনিত কারণে চলতি দশকে অনির্ধারিত বন্ধ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়। এর সুযোগ নেন শিক্ষকবৃন্দ এবং সেশন জট বৃদ্ধি পায় খুব দ্রুত। বর্তমানে কোন কোন বিভাগে দুই থেকে তিন বছরের সেশন জট বিরাজ করছে। এ অবস্থার উত্তরণের জন্য সম্প্রতি সেখানে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, ছাত্র সংঘর্ষের জের ধরে অনির্ধারিত বন্ধই সেশন জটের একমাত্র কারণ নয়। এর পেছনে শিক্ষকদেরও একটি সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম ভার্সিটির ৫ শতাধিক শিক্ষকের অধিকাংশই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করেন। আবার অনেকেই একই সাথে এনজিও বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত। উপরি আয়ের লোভে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডেও তাদের অনাগ্র লক্ষণীয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অগ্রগতি বলতে গেলে শূন্যের কোটায়। রাজনৈতিক দলের সভা-সমিতি-সেমিনারে বক্তৃতা, এনজিও বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের চাপে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক প্রকৃত কর্মস্থলের বিধিবিধান ও দায়িত্ববোধ অনেকাংশেই ভুলতে বসেছেন বলে প্রকাশ।

ফলে বর্তমানে কোন বিভাগেই নির্ধারিত সিলেবাস শেষ হয় না। শিক্ষার্থীরা নোট শিখেই পরীক্ষায় অংশ নেয়। আর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মাসের পর মাসেও ফল প্রকাশিত হয় না। এক বছর পরও ফল প্রকাশ না হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে ভূরি ভূরি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের সুবিধার্থে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগওয়ারী পরীক্ষা অনুষ্ঠানের রীতি চালু রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ করবেন। কিন্তু এতেও শিক্ষকবৃন্দের কোন তৎপরতা নেই। জানা গেছে যে, পরীক্ষার খাতা নিয়ে শিক্ষরাও মাসের পর মাস বাসভবনে ফেলে রাখেন। অপর নিয়ম অনুযায়ী নিরীক্ষণে গিয়েও মাসের পর মাস খাতা ফেরৎ আসে না। কয়েক মাস পর নিরীক্ষণ না হয়ে খাতা ফেরৎ আসার দৃষ্টান্তও রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কোন কোন সময় দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে। অনেকে খাতা হারিয়ে ফেলেন বা দৈব দুর্বিপাকে খাতা নষ্ট হয়। এসবের খেসারত দিতে হয় শিক্ষার্থীদের। ফল প্রকাশে দেখা দেয় জটিলতা।

এদিকে, সেশনজটের ভয়াবহতা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রায় ৬ মাস আগে শিক্ষকদের প্রতি একটি নোটিশ জারি করেন। তাতে বলা হয়েছে, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু বিগত ৬ মাস অতিক্রান্ত হলেও সেই নোটিশের কোন ফল হয়নি। নোটিশ অগ্রাহ্য করে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ নিজ নিজ ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ফলে গত বছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত অনার্স ও মাস্টার্সের অনেক পরীক্ষার্থীর কাঙ্খিত ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। এসব ফল প্রার্থী সর্বশেষ বিসিএস পরীক্ষাসহ কোন চাকরির জন্যই আবেদন করতে পারছে না শুধুমাত্র ফল প্রকাশিত না হওয়ায়। এভাবে ভয়াবহ সেশনজটের গ্যাড়াকলে আটকা পড়ে চট্টগ্রাম ভার্সিটির হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।